জান্নাতে দেখা হবে

ان شاء الله

শারিন সফি অদ্রিতা

রাইয়ান প্রকাশন

অর্পণ

অর্পণের এই দুই লাইন লিখতে গিয়ে গাজ্জার সেই নিষ্পাপ বাচ্চাগুলোর চেহারাই আজ চোখের সামনে ভাসছে।

স্ক্রিনের ওপাশে তাদের নিষ্পাপ ধুলোবালি মাখা মুখগুলো দেখে অসহায় হয়ে কেঁদেছি। ওদের ছুটে গিয়ে একবার জড়িয়ে ধরার জন্য মনটা কত ছটফট করেছে! একবার যদি বুকে চেপে ধরে বলতে পারতাম,

> *"ময়না পাখি, ভয় পেয়ো না। ক্ষুধার কষ্টে আর কেঁদো না। এই যে দেখো, আন্টি তোমাদের জন্য রুটি বানিয়ে এনেছি ... খাও তো বাবা!"*

শত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও দুনিয়াতে তো আর সেটা করতে পারলাম না। জান্নাতে তোমাদের সান্নিধ্য চাই।

ফিলিস্তিনের সবুজ পাখি, সোনা বাচ্চারা, শোনো—

আল্লাহ যদি তাঁর রহমতে এই নগণ্য অযোগ্য গুনাহগারকে তোমাদের সাথে দয়া করে জান্নাতে পৌঁছে দেন, আমি সেই ফিরদাউসের বাগানে গিয়ে খুঁজে খুঁজে তোমাদের বের করব। এরপর তোমাদের বুকে জড়িয়ে ধরে অনেকক্ষণ বসে থাকব।

সেদিন তোমাদের চোখে কোনো ভয় থাকবে না, রক্তের ছোপ থাকবে না, শূন্যদৃষ্টি থাকবে না।...

শুধু শান্তি আর শান্তি ... ইনশাআল্লাহ!

সূচিপত্র

ভূমিকা.....১৩
বিশেষ দ্রষ্টব্য.....১৭
অবশেষে... সত্যি কি পৌঁছে গেছি?.....১৯
রবের সালামে ধন্য যে নারী.....৩৫
জান্নাতের ঘরগুলো কেমন?.....৪২
যাঁর পবিত্রতার সাক্ষী কুরআন.....৪৫
নবি-কন্যার সাথে কিছুক্ষণ.....৫১
কোনো তাড়া নেই.....৫৮
রবের কাছে একটি ঘর.....৬০
মিহরাবের সেই পবিত্র নারী.....৬৫
জান্নাতের চার নারী নেত্রী.....৭১
নদীর স্রোতেও তাওয়াক্কুল.....৭৩
জান্নাতি দস্তরখানে একটু বিরতি.....৭৭
ঈমানই যার আসল পরিচয়!.....৮০
প্রজ্ঞাময়ী অনন্য যিনি.....৮৬
অভিমানহীন এক সাক্ষাৎ.....৯১
জান্নাতে গিয়েও ঘুমাবেন?.....৯৪

জান্নাতি ঝরনার ধারে ৯৬
আসমানেই বিয়ে হলো যার ৯৮
কুরআনের আমানতদার মা ১০২
জান্নাতে কুরআনের সঙ্গ.....১০৬
আল্লাহ তো শুনছেন! ১০৮
সত্যের প্রথম শহিদ.....১১১
জান্নাতি বাজারে বেড়াতে যাবেন?.....১১৪
রবের দেওয়া সাজ..... ১১৬
জান্নাতে কি পর্দা থাকবে? ১১৮
অপেক্ষার প্রহরে চিঠি ১২১
আহসানুল কাসাসের চিঠি.....১২৪
সমুদ্রভেদী তাওয়াক্কুলের চিঠি.....১২৯
আল্লাহর খলিলকে চিঠি ১৩৫
গাজার সোনামণিদের সঙ্গে.....১৩৯
আরও কিছু চিঠি ১৪২
ত্যাগে সুবাসিত জীবন যার..... ১৪৩
তপ্ত বালুর আহাদ ১৪৬
সত্যসন্ধানীর সান্নিধ্যে ১৫১
জান্নাতি লাইব্রেরির আবদার ১৫৭
আড্ডা জমুক জান্নাতে ১৫৯
হায়ার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ১৬১
সত্যে বিনীত, ইনসাফে অটল ১৬৮
গুহার সেই প্রিয় সঙ্গী.....১৭১
জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত যারা ১৭৬

একনজরে.....১৮০
প্রিয় সাহাবিয়া ও সাহাবিগণ.....১৮০
কুরআনের প্রিয় চরিত্র ও নবিগণ.....১৮৩
আর সেই জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন.....১৮৪
প্রিয় রাসুলুল্লাহ ﷺ.....১৮৫
আর আমার রব.....১৯৪
কুরআনের নকশায় জান্নাত.....২০০
আসুন একটু নিজেকে যাচাই করি.....২১৪
নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন.....২১৪
শূন্যস্থান পূরণ করি.....২১৮
এবার হৃদয়ের খাতা খুলুন.....২১৮
উত্তরমালা.....২২১
শেষ কথা.....২২২

ভূমিকা

একদিন এক আপুকে গল্পচ্ছলে সাহাবিদের কথা বলছিলাম। কী অদ্ভুত সুন্দর সাহাবিদের ঈমানের দৃঢ়তা! কী অসাধারণ তাঁদের ত্যাগ, সাহস, আখলাক! যতবার সাহাবিদের নিয়ে কথা বলি, ততবারই আবেগে আপ্লুত হয়ে যাই। তাদের আল্লাহর প্রতি গভীর আনুগত্যের ঘটনাগুলো যেন আমাদের মরচে পড়া ঈমানকে আবারও একটু নাড়িয়ে দিয়ে যায়, তাই না?

তো সেই আপুর সঙ্গে গল্প করতে করতেই মুগ্ধ হয়ে বলেছিলাম, "আপু, কী অসাধারণ ছিলেন সাহাবিরা! আমাদেরও তাঁদের মতো হওয়ার চেষ্টা করা উচিত, তাঁদের জীবন থেকে অনুপ্রেরণা নেওয়া উচিত।" কিন্তু আপু বারবারই আমাকে বলছিলেন, "আমরা কি কখনো তাঁদের মতো হতে পারব? তারা নবিজির সান্নিধ্য পেয়েছিলেন। আমরা তো খুবই সাধারণ মানুষ। আমাদের না আছে ইলম, না আছে তেমন কোনো সান্নিধ্য! আমরা কেমন করে সাহাবীদের মতন হবো ?"

কথাটি শুনে একটু চুপসে গেলাম। আচ্ছা, তাঁদের সাক্ষাৎ না পেলেও এই মানুষগুলোর রেখে যাওয়া ইলমের মিরাছ তো আছে। সান্নিধ্য নেই সেজন্য তাঁদের মতো হতে পারব না—তাই বলে কি তাঁদের জীবন থেকে অনুপ্রেরণাও নেব না?

তাঁদের জীবনগল্প কি কেবল ইতিহাসের পাতায় অবহেলিত হয়ে পড়ে থাকবে, আর আমরা কেবল দূর থেকে বিস্মিত হব? নাকি তাঁদের আলো থেকে আমাদের অস্থির জীবনেও কিছুটা আলো নিয়ে আসার চেষ্টা করব, বলুন?

আল্লাহ ও রাসুল ﷺ-এর প্রতি তাঁদের অকৃত্রিম ভালোবাসার গল্পগুলো কি আমাদের ভাবায় না?

ভাবতে লাগলাম, কী করা যায়? কী করা যায়? আমাদের মতন সাধারণ মানুষের সাথে ওই অসাধারণ মানুষগুলোর দূরত্ব কীভাবে কমিয়ে আনা যায়? সেই থেকেই "জান্নাতে দেখা হবে" বইটির যাত্রা শুরু হলো, আলহামদুলিল্লাহ!

এই বইতে আমরা সেই প্রিয় মানুষগুলোর সাথে জান্নাতে সাক্ষাৎ হওয়ার দৃশ্য কল্পনা করব এক এক করে। প্রিয় সাক্ষাতের মনোরম দৃশ্যগুলো পাঠকমনে জান্নাতের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলবে, ইনশাআল্লাহ!

সেই ভাবনা থেকেই এই দুটি বিষয়কে এক সুতোয় গেঁথে বইটি সাজানো হয়েছে–

১. একদিকে নবি, সাহাবি, পূর্বসূরিদের গল্পের সাথে আমাদের আরও জীবনঘনিষ্টভাবে পরিচিতি ঘটবে।

২. অন্যদিকে জান্নাতে সাক্ষাতের হৃদয়ছোঁয়া মুহূর্তগুলো কল্পনার মাধ্যমে আমাদের নফসের প্রশিক্ষণ চলবে। যেন সব সময় সব জীবনের সিদ্ধান্তে দুনিয়ার ওপর জান্নাতকে প্রাধান্য দিতে পারি।

এই দুই ভাবনার মেলবন্ধনেই বইটির নাম দেয়া হয়েছে "জান্নাতে দেখা হবে" ইনশাআল্লাহ।

এই বইয়ের আরও একটি উদ্দেশ্য হচ্ছে পাঠককে সাহাবিদের অতি পরিচিত ও কম পরিচিত জীবনগল্পগুলো সম্পর্কে জানানো। আপনার সাথে আপনারই প্রিয় সাহাবীদের পরিচয় করিয়ে দিতে চাই আরও আপন করে। সেই সাথে কুরআনে বর্ণিত চরিত্রগুলোকেও আপনি আরও প্রাণবন্ত এবং

আপন করে খুঁজে পাবেন এখানে, ইনশাআল্লাহ। তাদের কাউকে যেন অনেক দূরের অচিনপুরের কেউ মনে না হয়। বিশেষ করে *'সিরাতল্লাজি না আনআমতা আলাইহিম'*-এর উদ্দিষ্ট ব্যক্তিদের হৃদয় উজাড় করা ভালোবাসার উসিলায় আমরা যেন মহান রবের ভালোবাসায় সিক্ত হতে পারি!

তাঁদের ঈমান, ত্যাগ, আনন্দ-বেদনা, ভালোবাসা, রসবোধ এবং আল্লাহর পথে ফিরে আসার গল্পগুলো যেন আমাদের অন্তরে সব সময়ই গেঁথে থাকে। এই জীবনগল্পগুলো আমাদের হৃদয়ের ওষুধ, এগুলোই আমাদের রুহানিয়াতের খোরাক।

তাঁরা যেন আমাদের কাছে বইয়ের পাতায় লেখা কিছু নাম হয়ে কেবল পড়ে না থাকেন। বরং তারাই হয়ে ওঠেন আমাদের অদৃশ্য বন্ধু এবং রোল মডেল। আমাদের সন্তানদের আদর্শ এবং আমাদের জান্নাতের পথে চলার অনুপ্রেরণা। আমরা যেন তাদের কথা এত সহজে ভুলে না যাই, কেমন? তাদের জীবন থেকে নিজেদের জীবনের শত সমস্যার সমাধান খুঁজে নিয়ে শান্তিতে থাকতে পারি।

দুনিয়ার সফর শেষে সবাই যখন একত্রিত হব, জান্নাতের সেই শুক্রবারের মেলায় যদি তাঁদের সাথে হুট করে দেখা হয়ে যায়, কেমন লাগবে সেদিন?

কখনো ভেবেছেন, তাঁদের সাথে দেখা হলে কেমন লাগবে? কী বলে সম্বোধন করব? কী দিয়ে কথা শুরু করব?

এই চিন্তাগুলো যেন এখন থেকে একটি লক্ষ্যের মতো কাজ করে, স্বপ্নের মতো আমাদের ঈমানকে উদ্দীপিত রাখে, আমলের জওক বাড়ায়, নেকির শওক জাগায়। কল্পনায় অবগাহন করতে করতে যেন সময়ে বারাকাহ পাই। মন্দ ভাবনার চেয়ে নেক কল্পনা কতই-না উত্তম!

প্রিয় পাঠক,

আসলে জান্নাত কেমন হবে বলুন তো? যা দুনিয়ার কোনো চোখ কখনো দেখেনি, কোনো কান শোনেনি, এমনকি কোনো মানুষের হৃদয়ও তার পূর্ণ সৌন্দর্য কল্পনা করে উঠতে পারবে না। তবুও জান্নাতের আশা আমরা করি। সেখানে প্রিয় মানুষদের সঙ্গে সাক্ষাতের আকাঙ্ক্ষা করি। সেখানে গিয়ে আমরা আমাদের প্রিয় রাসুল ﷺ-কে দেখতে চাই। আমি আমার প্রিয় রব আল্লাহকে নয়নভরে দেখতে চাই। এই স্বপ্নগুলো এতটাই শক্তিশালী যে, সেটা একজন বিশ্বাসীকে পরিশুদ্ধ করে তাকে সম্পূর্ণ বদলে দিতে পারে, ইনশাআল্লাহ!

জান্নাতের আকাঙ্ক্ষা যত গভীরভাবে হৃদয়ে গেঁথে যাবে, দুনিয়াতে বসে জান্নাতের জন্য কাজ করার শক্তিও তত বাড়বে। দুনিয়ার সাময়িক মোহ, ক্ষুদ্র অপমান, ব্যর্থতা, হারানোর ভয় এবং হাজারো না-পাওয়াগুলো তখন ধীরে ধীরে তুচ্ছ মনে হবে। অনেক বেশি তুচ্ছ মনে হবে। নিজেরাই তখন নিজেদের মনে করিয়ে দিতে পারব, আরেহ এখানেই তো সব শেষ নয়। সামনেই সুন্দর অনন্ত একটা জীবন আমার জন্য অপেক্ষা করছে, ইনশাআল্লাহ! সেই জীবনটা পাওয়ার জন্যই আসল কাজ করতে হবে।

অসংখ্য মানুষ তাঁদের হৃদয়ের ক্ষত নিয়ে আমার কাছে আসেন। কেউ জীবনের আঘাতে জর্জরিত, কেউ ভীষণ ক্লান্ত; কেউ কটু কথা শুনেছেন, আবার কেউ নিজেই কটু কথা বলে অনুতাপে পুড়ছেন; কেউ নেশাগ্রস্ত, কেউ অত্যাচারিত; কেউ ভীষণ অসুস্থ, আবার কেউ নিজের চিন্তার এলোমেলো জগতের প্যাঁচ থেকে কিছুতেই বের হতে পারছেন না।

এমন নানা কষ্টে থাকা মানুষগুলোকে মাঝে মাঝে কী যে বলব ভেবে পাই না! তখন কী করি জানেন? তাঁদের সঙ্গে বসে কেবল জান্নাত কল্পনা করি। চোখ বন্ধ করতে বলি, ধীরে ধীরে গাইড করি জান্নাতের কোথায় নিজেকে কল্পনা করবেন, কী দেখবেন, কী অনুভব করবেন এসব বলতে থাকি। এভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুধু জান্নাতের স্বপ্নে আমরা বিভোর থাকি।

অবাক হয়ে দেখি, মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই 'জান্নাত থেরাপি' কাজ করা শুরু করে, আলহামদুলিল্লাহ! তাদের চোখের আতঙ্কগুলো কোথায় যেন মিলিয়ে যায়! সমস্ত প্যানিক অ্যাটাক, বুকের ধড়ফড়ানি কমে যায়। ডিপ্রেশন হালকা হয়ে যায়।

যে কষ্টকে একটু আগেও পাহাড়ের মতো বিশাল মনে হচ্ছিল, সেই পাহাড়ের মতো কষ্ট যেন ধীরে ধীরে কুয়াশার মতো মিলিয়ে যায়, সুবহানাল্লাহ!

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

> "কিয়ামতের দিন জান্নাতবাসীদের মধ্য থেকে দুনিয়ায় সবচেয়ে বেশি দুঃখকষ্টে থাকা ব্যক্তিকে জান্নাতে একবার ডুবিয়ে তোলা হবে। এরপর তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, 'হে আদমসন্তান, তুমি কি কখনো কোনো কষ্ট দেখেছ? কখনো কোনো দুর্দশা তোমাকে স্পর্শ করেছে?' সে বলবে, 'আল্লাহর কসম, হে আমার রব! আমি কখনো কোনো কষ্ট দেখিনি। কোনো দুর্দশাও আমাকে স্পর্শ করেনি।'
>
> আবার জাহান্নামবাসীদের মধ্য থেকে দুনিয়ায় সবচেয়ে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে থাকা ব্যক্তিকে জাহান্নামে একবার ডুবিয়ে তুলে জিজ্ঞেস করা হবে, সে কি কখনো কোনো সুখ বা নিয়ামত দেখেছে? সে বলবে, 'আল্লাহর কসম, হে আমার রব! আমি কখনো কোনো সুখ দেখিনি; কোনো নিয়ামতও পাইনি।'"[১]

মাত্র একবার জান্নাতে অবগাহন করার পরই যদি দুনিয়ার সমস্ত দুঃখকষ্টের স্মৃতি এমনভাবে মুছে যায়, তাহলে অনন্তকালের জান্নাত কেমন হবে বলুন তো?

সেজন্যই তো প্রতিটি মানুষকে ধরে ধরে তাদের কাছে আমি এই 'জান্নাত থেরাপি' পৌঁছে দিতে চাই। এই 'জান্নাত থেরাপি' হৃদয়ে নিলে আপনার বিষণ্ণতা, উদ্বেগ আর মানসিক চাপের ভার কোথায় যে উড়ে যাবে টেরও পাবেন না, ইনশাআল্লাহ! হাজার কষ্টের মাঝেও তখন বুকের ভেতর স্বস্তি অনুভব করবেন।

তার জন্যই এই বই লেখা, প্রিয় পাঠক!

আর এটা আপনার জন্যই।

চলুন বিসমিল্লাহ বলে শুরু করি 'জান্নাতে দেখা হবে' *(ইনশাআল্লাহ)*

---

১. সহিহ মুসলিম : ২৮০৭

বিশেষ দ্রষ্টব্য

বিশেষ দ্রষ্টব্য হিসেবে বলতে চাচ্ছি, এই বইয়ের প্রতিটি সাক্ষাৎ ও কথোপকথন কল্পিত সাহিত্যিক দৃশ্য হলেও সবকিছুই শরিয়তের দলিলের শৃঙ্খলার মধ্যে রাখার সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ! প্রয়োজনীয় রেফারেন্স ফুটনোটে যুক্ত করা হয়েছে।

জান্নাতের প্রকৃত সৌন্দর্য, সেখানে মানুষের অবস্থা এবং সাক্ষাতের ধরন প্রকৃতপক্ষে কেমন হবে সেটা একমাত্র আল্লাহ তাআলাই জানেন। কে জান্নাতে যাবেন আর কে যাবেন না—এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেওয়ার অধিকারও একমাত্র আল্লাহর। তাঁর রহমত, বিচার এবং এখতিয়ারই এখানে শেষ কথা। এই বইয়ের সাক্ষাৎগুলো কল্পনার মাধ্যমে কাউকেই জান্নাতের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়নি। এই স্পর্ধা থেকে আমরা আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই।

আসলে লেখালিখি করতে গিয়ে আমরা কত কিছুই তো কল্পনা করি। দূরদেশ, অদেখা শহর, মহাকাশের এলিয়েন, অসম্ভব কোনো সাক্ষাৎ কিংবা এমন এক পৃথিবী, যার বাস্তবে কোনো অস্তিত্বই নেই। এবার না হয় আমরা সেই জান্নাতকেই কল্পনা করলাম, যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি আমার রব তাঁর নেককার বান্দাদের দিয়েছেন! আর কল্পনাও করলাম সেই সীমার মধ্যেই, যা আমার রব আমাকে দয়া করে জানিয়ে দিয়েছেন।

চলুন, এমন একটি কল্পনার জগতে প্রবেশ করি, যা দুনিয়ার প্রতিটি মোহকে ছাড়িয়ে যাবে। যা অন্তরে আখিরাতকে পাওয়ার জন্য আকাঙ্ক্ষা জাগাবে। এমন কল্পনা, যা আমাদের অলস করবে না। বরং তাওবা, নেক আমল, সবর ও আত্মশুদ্ধির পথে চলতে উৎসাহিত করবে। কী বলেন প্রিয় পাঠক? পারব না এমনভাবে আমল করতে?

এখানে বর্ণিত দৃশ্যগুলো কুরআন, সুন্নাহ এবং সাহাবায়ে কেরামের জীবনের প্রকৃত ঘটনা থেকে নেওয়া হয়েছে, যেন আমরা তাঁদের আরও আপন ভাবতে পারি, তাঁদের গুণাবলি থেকে শিক্ষা নিতে পারি এবং প্রতিদিন জান্নাতের পথে চলার নতুন প্রেরণা খুঁজে পাই।

প্রিয় পাঠক, আপনাকেও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। এই বইয়ের পাতায় পাতায় আমার সঙ্গে একটি হৃদয়ের সফরে চলে আসুন। কখনো আমরা একসঙ্গে সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে সাক্ষাতের স্বপ্ন দেখব, কখনো তাঁদের ত্যাগ ও ভালোবাসার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেদের হৃদয়কে প্রশ্ন করব। কখনো আনন্দে চোখের কোণে পানি মুছবো। আবার কখনো জান্নাতের আকাঙ্ক্ষায় নতুন করে জাগিয়ে তুলব আমাদের ঝিমিয়ে পড়া ঈমানকে।

আসুন না দুনিয়ার কোলাহলের মাঝেও অন্তরের গহিনে জান্নাতের জন্য একটি জানালা সব সময় খুলে রাখি! নেক আমল, তাওবা, সবর এবং আল্লাহর রহমতের আশা নিয়ে এমনভাবে এই দুনিয়াতে পথ চলি যেন একদিন সত্যিই বলতে পারি, **জান্নাতে দেখা হবে, ইনশাআল্লাহ!**

অবশেষে... সত্যি কি পৌঁছে গেছি?

প্রিয় পাঠক, আপনি কি কখনো নিরিবিলি ৫ মিনিট বসে জান্নাত কল্পনা করেছেন? অন্য সব কাজ বাদ। শুধু আপনি আর জান্নাত! করেছেন কখনো এমন কল্পনা?

কখনো কি চোখ বন্ধ করে ভেবেছেন, আল্লাহ যদি তাঁর অসীম রহমতে আমাকে সত্যিই জান্নাতে পৌঁছে দেন, তখন কেমন লাগবে? কী দেখব সেখানে? কাকে খুঁজব আমরা?

আমি বিভোর হয়ে জান্নাত কল্পনা করি। তবে সত্যি বলতে এই কল্পনাটুকুও করি অনেকটা সাহস পুঞ্জীভূত করে। কারণ নিজেকে কোনো দিক থেকেই জান্নাতের যোগ্য মনে হয় না। নিজের গুনাহগুলোর কথা মনে হলে, ইবাদতের অপূর্ণতা দেখলে, নিয়তের ভেতরের অসুখগুলো টের পেলে লজ্জায় মাথা নিচু হয়ে যায়। মনে হয়, এত সুন্দর জান্নাত! এত সম্মানিত, চিরস্থায়ী সুখের জায়গা! সেখানে যাওয়ার মতো কী করেছি আমি?

আর যখন মজলুম ভাই-বোনদের কথা মনে পড়ে, তখন তো ভীষণ এক ভয় চারপাশ থেকে ঘিরে ধরে। ভাবি, তাঁরা যে জান্নাতে থাকবেন, সেই জান্নাতে আমিও থাকব? কীভাবে সম্ভব? তাঁদের মতো কষ্ট তো আমি সহ্য করিনি, তাঁদের মতো ত্যাগও করিনি! তাঁদের মতো আমলও আমার নেই। আমি কতটা পিছিয়ে! কত অপূর্ণ! কত ব্যর্থ!

ঠিক তখনই রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর একটি কথা মনে পড়ে—

> "তিনি বলেছেন, 'শুধু আমলের জোরে কেউ কখনো জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। সাহাবিরা জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আপনিও না, ইয়া রাসুলাল্লাহ?' তিনি বলেছিলেন, 'আমিও না! যদি না আল্লাহ আমাকে তাঁর অনুগ্রহ ও রহমত দিয়ে আচ্ছাদিত করেন।"[১]

১. সহিহ বুখারি : ৫৬৭৩; সহিহ মুসলিম : ২৮১৬

সুবহানাল্লাহ! তখন আমার এই ছোট্ট হৃদয়ে আবার আশা জাগে। আমি কখনোই আমলের যোগ্যতায় জান্নাত চাইব না; বরং আমি আমার রবের রহমতের ভিখারি হয়ে জান্নাত চাই। আমার আমল অসম্পূর্ণ, কিন্তু আমার রবের রহমত তো সম্পূর্ণ! আমি গুনাহগার কিন্তু আমার রব তো আল-গাফুর, পরম ক্ষমাশীল। আমি বারবার ভুল করি কিন্তু তিনি তো তাঁর দিকে ফিরে আসা বান্দাকেই বারবার ক্ষমা করেন।

এই দুনিয়াকে মাঝে মাঝে অ-নে-ক নিষ্ঠুর লাগে। মনে হয়, ইস! সব কোলাহল ছেড়ে দূরে কোথাও চলে যাই। একটা শান্ত ঘরে গিয়ে চুপ করে বসে থাকি। কেউ আমাকে ডাকবে না, কাউকে কিছু বুঝিয়ে বলতে হবে না, কেউ আমার অপূর্ণতার কথা মনে করিয়ে খোঁটা দেবে না, কোনো দুশ্চিন্তাই আমার ঘুম কেড়ে নেবে না। একটু পরপর অযথাই কিছু তাগাদা এসে আমার বুকের ভেতর ধড়ফড়ানি শুরু করিয়ে দেবে না। চারদিক থেকে বিপদ আর সবরের পরীক্ষা আমাকে ঘিরে ধরবে না। আমি দিঘির পানির মতো শান্তি নিয়ে চুপচাপ বসে থাকব। বুক ভরে একটু নিঃশ্বাস নেব। এই ইচ্ছাটা প্রায়ই করে।[১]

তবে দুনিয়াতে আল্লাহ আমাকে যা যা দায়িত্ব দিয়েছেন, সেগুলো ফেলে রেখে কোথাও পালিয়ে যেতে চাই না। বরং যতদিন আল্লাহ বাঁচিয়ে রাখবেন, তাঁর সন্তুষ্টির পথে বেঁচে থাকতে চাই। আর এই পথের শেষে যে ভীষণ সুন্দর এক সমাপ্তির সম্ভাবনা, সেটা কখনোই ভুলে যেতে চাই না। দুনিয়ার পর্ব শেষে যে জান্নাতের একটা ওয়াদা আছে, এই ভেবেই অবিরাম দুনিয়াতে কাজ করে যেতে চাই। মনের ভেতর শান্তি নিয়ে কাজ করে যেতে চাই।

রাসুলুল্লাহ ﷺ তো আমাদের শিখিয়েছেন, আল্লাহর কাছে জান্নাত চাইলে যেন সর্বোচ্চ জান্নাতটাই চাই! যেন ফিরদাউস চাই।[২] তাই হাজার ক্লান্ত হলেও আমরা দুনিয়াতে অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যু চাই না। বরং নিজের জন্য খুবই সুন্দর একটা মৃত্যু চাই। আমি অবশ্যই জান্নাত চাই, তবে দুনিয়া ছেড়ে কেবল পালানোর পথ খুঁজি না। বরং দুনিয়ার পথটুকু সুন্দরভাবে শেষ করে আমার রবের কাছে পৌঁছানোর শক্তি চাই।

---

১. আমাদের দুনিয়া ছেড়ে দূরে চলে যেতে ইচ্ছা করতে পারে, তবে আমরা যেন দুনিয়াতে অধিক কষ্টে পড়ে মৃত্যু কামনা না করি। রাসুলুল্লাহ ﷺ আমাদের শিখিয়েছেন, কোনো বিপদে পড়ে যেন আমরা মৃত্যু কামনা না করি। খুব বেশি কষ্ট হলে যেন বলি, "হে আল্লাহ, যতদিন জীবন আমার জন্য কল্যাণকর, ততদিন আমাকে বাঁচিয়ে রাখুন; আর যখন মৃত্যু আমার জন্য কল্যাণকর তখন আমাকে মৃত্যু দিন।" (সহিহ বুখারি : ৫৬৭১)

২. সহিহ বুখারি : ২৭৯০

সেজন্যেই চোখ বন্ধ করে বারবার সেই জান্নাত কল্পনা করি। যা আমার চিরস্থায়ী ঠিকানা।

আমি জানি, আমার কল্পনাগুলো কোনো দিনই জান্নাতের প্রকৃত সৌন্দর্যকে ছুঁতে পারবে না। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

> "সেখানে তাঁর নেক বান্দাদের জন্য এমন নয়নজুড়ানো নিয়ামত লুকিয়ে রাখা হয়েছে, যা কোনো মানুষ জানে না।"[১]

রাসুলুল্লাহ ﷺ-ও জানিয়েছেন,

> "আল্লাহ তাঁর নেক বান্দাদের জন্য এমনসব নিয়ামত প্রস্তুত করেছেন, যা কোনো চোখ দেখেনি, কোনো কান শোনেনি, এমনকি কোনো মানুষের হৃদয়েও যার পূর্ণ কল্পনা আসেনি।[২]

শত কল্পনার চেয়েও সুন্দর সেই জান্নাতের জগৎ! কল্পনা করেও তাকে ধরা যাবে না। তাও কল্পনা করি। কারণ, যে কল্পনা আমাকে দুনিয়ার ধোঁকায় হারিয়ে না গিয়ে আখিরাতের জন্য কাজ করতে শেখায়, সেই কল্পনা কেন করব না বলুন?

তবে এবার আমি আর একা একা কল্পনা করব না। এবার আপনাদের সবাইকেই সঙ্গে করে নিয়ে যাব সেই দারুণ আনন্দের আঙিনায়! আসুন, মন খুলে আমার সঙ্গে একটু কল্পনা করুন...

কত দীর্ঘ একটি সফর শেষে আপনি হয়তো এসে দাঁড়িয়েছেন জান্নাতের দরজার সামনে! দুনিয়ার জীবন শেষ হয়েছে। মৃত্যুর সময় রুহ কবজ হওয়ার কঠিন মুহূর্ত, কবরের সওয়াল-জওয়াব, হাশরের ভয়াবহতা, হিসাব এবং পুলসিরাত—এগুলো সবকিছুই ততক্ষণে পার হয়ে গিয়েছে। কীভাবে এগুলো পার হয়েছি তা কল্পনাও করতে পারছি না! নিশ্চয়ই আমার যোগ্যতায় নয়। প্রত্যাশা হলো, রব নিজের রহম ও করমে আমাকে পার করিয়ে দেবেন। আমার এখনও হাত পা কাঁপছে এতটুকু ভাবতেই! ইয়া রব, রহমানুর রাহিম—আপনি আমাদের জন্য মৃত্যুর কঠিন মুহূর্ত, কবরের অপেক্ষা, হাশরের ভয়াবহতা, হিসাব এবং পুলসিরাত—এই পর্বগুলো সহজ, সুন্দর এবং বরকতময় করে দিন। আমিন!

---

১. সুরা আস-সাজদাহ : ১৭

২. সহিহ বুখারি : ৩২৪৪

প্রিয় পাঠক, এবার একটু নড়েচড়ে বসুন। আমার সাথে কল্পনা করুন, নিজেকে এই 'আমি'-র জায়গায় রেখে ভাবতে থাকুন।

ভাবুন, আমার সামনেই জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হচ্ছে। আমি হয়তো সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে পা রাখতে পারব না। কত সময় নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে থাকব। আমার চোখ কি সত্যিই এই দৃশ্য দেখছে? এই কি সেই জান্নাত, যার কথা কুরআনে এতবার পড়েছি? যে জান্নাতের জন্য রাতের অন্ধকারে অসংখ্যবার মুনাজাতে কেঁদেছি? যে চূড়ান্ত গন্তব্যের জন্য গুনাহের সামনে দাঁড়িয়ে শক্ত মুখে নিজেকে ফিরিয়ে নিয়েছি? আবার কতবার পা পিছলে পড়ে গিয়ে লজ্জিত মুখে বলেছি, "ইয়া আল্লাহ, আমাকে মাফ করুন! আমাকে আপনার জান্নাত থেকে বঞ্চিত করবেন না দয়া করে!" আজ কি সত্যিই সেই জান্নাতের দরজা আমার সামনে খুলে যাচ্ছে?

বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে আমি নিজের দিকে তাকাব। এক অদ্ভুত ঘোর নিয়ে ভাবব, অবশেষে সত্যিই ভেতরে যেতে চলেছি?! আমার কত ভুল, কত গুনাহ, কত অপূর্ণতা সত্ত্বেও কি কানতারায়[১] রব আমাকে চূড়ান্ত নির্মল করে ক্ষমার চাদরে ঢেকে দিয়েছেন!

ঠিক তখনই জান্নাতের প্রহরীদের সুকোমল কণ্ঠে সংবিৎ ফিরে পাব। পরম মমতায় তারা বলবেন,

> "তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক! তোমরা পবিত্র ও উত্তম ছিলে। অতএব এখানে প্রবেশ করো, চিরকালের জন্য।"[২]

---

১. আখিরাতে মুমিনরা জাহান্নামের ওপর স্থাপিত পুলসিরাত পার হওয়ার পর এবং জান্নাতে প্রবেশের ঠিক পূর্বে জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী যে ছোট সেতু বা স্থানে অবস্থান করবে, তাকে 'কানতারা' বলা হয়।

জান্নাত হলো পরম পবিত্র স্থান। কোনো ব্যক্তির অন্তরে সামান্যতম বিদ্বেষ বা অন্যের কোনো পাওনা থাকলে সে জান্নাতে যেতে পারবে না। তাই কানতারা হলো জান্নাতে প্রবেশের পূর্বে আত্মিক ও পারস্পরিকভাবে সম্পূর্ণ নিষ্কলুষ হওয়ার শেষ ধাপ। *সম্পাদক*

২. সুরা যুমার : ৭৩

রবের সালামে ধন্য যে নারী

হয়তো জান্নাতের সেই শান্ত, সবুজ পথটির প্রথম বাঁক ঘুরতেই দূরে মুক্তার তৈরি অপূর্ব একটি ঘর দেখতে পাব। ঘরটির চারপাশ ছেয়ে আছে অদ্ভুত প্রশান্তি! সেখানে কোনো কোলাহল নেই, ক্লান্তির চিহ্ন নেই। ঘরটির দিকে তাকিয়েই আমার বুক ধক করে উঠবে।

আচ্ছা, এই কি সেই মুক্তার ঘর?

যে ঘরের সুসংবাদ দুনিয়াতেই একজন নারীকে দেওয়া হয়েছিল?

মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই হয়তো সেই ঘরের আঙিনায় একজন সম্মানিত নারীকে দেখতে পাব। তাঁর চেহারায় দীপ্তি, ব্যক্তিত্বে আভিজাত্য আর তাঁর উপস্থিতিতে এমন এক মমতা, যেন মনে হবে তাঁর পাশে দাঁড়ানোতেই রাজ্যের শান্তি!

আমার মন তো ঠিকই তাঁকে চিনে ফেলবে। ও আল্লাহ! ইনি কি সত্যিই তিনি?

আমি কি সত্যিই আমার প্রিয় খাদিজা (রা.)-কে দেখছি?

নিজেকে আর সামলাতে পারব না। হয়তো ছুটে গিয়ে আপ্লুত হয়ে বলব, "আম্মা, আমার সালাম নেবেন! আপনি কি সত্যিই আম্মাজান খাদিজা রা.?

সুবহানাল্লাহ! আমি কি তাকে আলিঙ্গন করার অনুমতি চাইব? নাকি শুধু তাঁর দিকে মুগ্ধ নয়নে তাকিয়েই থাকব?

যদি কখনো আমার প্রিয় খাদিজা (রা.)-এর সঙ্গে একঝলকের জন্যও দেখা হয়ে যায়, তাঁকে কী বলব জানেন?

কত কথাই তো জমে আছে! কোনটা রেখে কোনটা যে বলি? হয়তো একটা প্রশ্ন করতে না করতেই আরও পাঁচটা প্রশ্ন মাথায় চলে আসবে! মনে হয় আকুল কণ্ঠে বলা শুরু করব...

আচ্ছা আম্মা, রাসুল ﷺ যখন হেরা গুহায় নির্জনে ইবাদত করতেন, তখন আপনার দিনগুলো কেমন কাটত? আমি শুনেছি আপনি সেই কঠিন পাহাড় মাড়িয়ে হেরা গুহায় খাবার দিয়ে আসতেন। কীভাবে পারতেন আপনি?

জানেন আম্মা, এ যুগে আমাদের প্রিয় মানুষ কিছু সময়ের জন্য ধরা-ছোঁয়ার বাইরে চলে গেলেই আমরা অস্থির হয়ে যাই। মনে কত কী ভেবে বসি! কত অভিমান, অভিযোগ, চেঁচামেচি করে ঘরের বাতাসটাই ভারী করে ফেলি। পরে আবার নিজেরই খারাপ লাগে!

আর আপনি? কীভাবে পারতেন বলেন তো! প্রিয় মানুষটির নির্জনে থাকার প্রয়োজনটুকুও বুঝলেন, আবার তাঁর সবচেয়ে কঠিন মুহূর্তেও অসাধারণ এক নিরাপদ আশ্রয় হয়েও থাকলেন!

জানেন, সেই প্রথম ওহির রাতটার কথা ভাবলেই আমার গা শিউরে ওঠে! সেদিন যেভাবে আপনি আমাদের প্রিয় রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কম্পিত হৃদয়কে শান্ত করেছিলেন, তা আমি কিছুতেই ভুলতেই পারি না।

সেদিন রাসুলুল্লাহ ﷺ হেরা গুহা থেকে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় কাঁপতে কাঁপতে আপনার কাছেই ফিরে এলেন। কিছুক্ষণ আগেই জিবরাইল (আ.)-এর সঙ্গে তাঁর জীবনের সেই অবিস্মরণীয় সাক্ষাৎটি সম্পন্ন হয়েছিল!

জানেন আম্মা, আমি তো খালি চিন্তা করি, সেই নির্জন হেরা গুহায় হঠাৎ একজন ফেরেশতার আগমন, সেই প্রবল আলিঙ্গন, তারপর স্বয়ং আল্লাহর কালাম নাজিল হওয়া শুরু হওয়া... *'ইকরা বিসমি রব্বিকা কাল্লাযি খলাক্ব...'* সুবহানাল্লাহ! এই পুরো ঘটনাপ্রবাহ যে সেদিন আমার প্রিয় রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে কতটা গভীরভাবে নাড়িয়ে দিয়েছিল ভাবলেও আমি কেঁপে উঠি। আর এমন অবস্থায় তিনি কার কাছে এসে নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে পেলেন? এই তো আম্মা, আপনার কাছেই।

তিনি এসেই বললেন, "আমাকে ঢেকে দাও! আমাকে ঢেকে দাও!" তখন আপনি তাঁকে চাদরে মুড়িয়ে দিলেন। তাঁকে শান্ত হতে বললেন। তারপর যখন আপনাকে পুরো ঘটনাটা খুলে বললেন। রাসুল ﷺ নিজের ব্যাপারেও নানা আশঙ্কার কথা জানালেন, তখন আপনি একমুহূর্তের জন্যও তাঁর উৎকণ্ঠা বাড়তে না দিয়ে, বরং দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, "কখনোই নয়! আল্লাহর শপথ, আল্লাহ আপনাকে কখনো অপমান করবেন না।"

আম্মা, কীভাবে গড়েছিলেন এমন বিশ্বাসের দৃঢ়তা? তারপর কত সুন্দর করেই না স্বামীকে বোঝালেন—তিনি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করেন, অসহায়ের ভার বহন করেন, অভাবীকে সাহায্য করেন, অতিথির যত্ন নেন এবং বিপদগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ান। তাহলে এমন কাউকে কেন আল্লাহ তাআলা অসম্মানিত করবেন?

আহ্ আম্মা, কী অসাধারণ দক্ষতা আপনার! সুবহানাল্লাহ! আমি আপনার এই উদাহরণ ব্যবহার করে দুনিয়াতে কত দম্পতিদের পরামর্শ দিয়েছি জানেন? কতবার নিজেই কঠিন মুহূর্তে কাজে লাগিয়েছি!

কীভাবে পেরেছিলেন ওই অস্থির মুহূর্তে মাথা ঠান্ডা রেখে সঠিক কথাগুলো জীবনসঙ্গীকে বলতে? আর আমরা কত অল্পতেই থতমত খেয়ে যাই! এগুলোই তো আপনার কাছ থেকে আজীবন শেখার চেষ্টা করে গিয়েছি।

আর সেখানেই তো ঘটনা শেষ নয়! এরপর আপনি রাসুল ﷺ-কে নিয়ে গেলেন আপনার চাচাতো ভাই ওয়ারাকা ইবনে নওফেলের কাছে, যিনি পূর্ববর্তী কিতাব সম্পর্কে জ্ঞান রাখতেন। এই অদ্ভুত ঘটনাটি বুঝতে তাঁর সাহায্য চাইলেন।[১]

আম্মা, আপনার এই প্রজ্ঞাটাও আমার ভীষণ ভালো লাগে। মমতা দিয়ে পাশে থাকা, আবার ঠিক জায়গায় প্রয়োজনীয় সমাধানও খুঁজে নেওয়া। যেনতেন কারও কাছে না গিয়ে গেলেন এমন একজন মানুষের কাছে, যিনি পূর্ববর্তী কিতাব ও ওহির বিষয় সম্পর্কে অগাধ জ্ঞান রাখতেন।

আর আমরা একটু কিছু হলেই পাঁচটা ভুল জায়গায় ফোন দিয়ে ঘুরতে থাকি! আমরা আজকাল বই পড়ে, পডকাস্ট শুনে ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স শেখার কত চেষ্টা করি। আর আপনার জীবনের একেকটা ঘটনাই তো এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত!

আপনি কোথায় শিখেছিলেন এই দক্ষতা, প্রিয় খাদিজা (রা.)? আমাকে বলুন তো... প্রথমবার রাসুল ﷺ-এর পেছনে নামাজ পড়তে আপনার কেমন লেগেছিল? এই প্রশ্নটা কিন্তু আমি অনেক দিন ধরে জমিয়ে রেখেছি!

আপনি তো মাশাআল্লাহ আমাদের সবচেয়ে গর্বের মুসলিমা! প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী! ভাবা যায়? চারপাশের কত মানুষ তখনও ইসলামের নামও শোনেনি, আর ততদিনে আপনি ইসলামের প্রথম সারির অনুসারী হয়ে গেলেন! আর প্রিয় রাসুল ﷺ আপনাকে শ্রেষ্ঠ নারীদের একজন হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আম্মা,

---

১. সহিহ মুসলিম : ১৬০